Tripura University in News & Media
July 2023

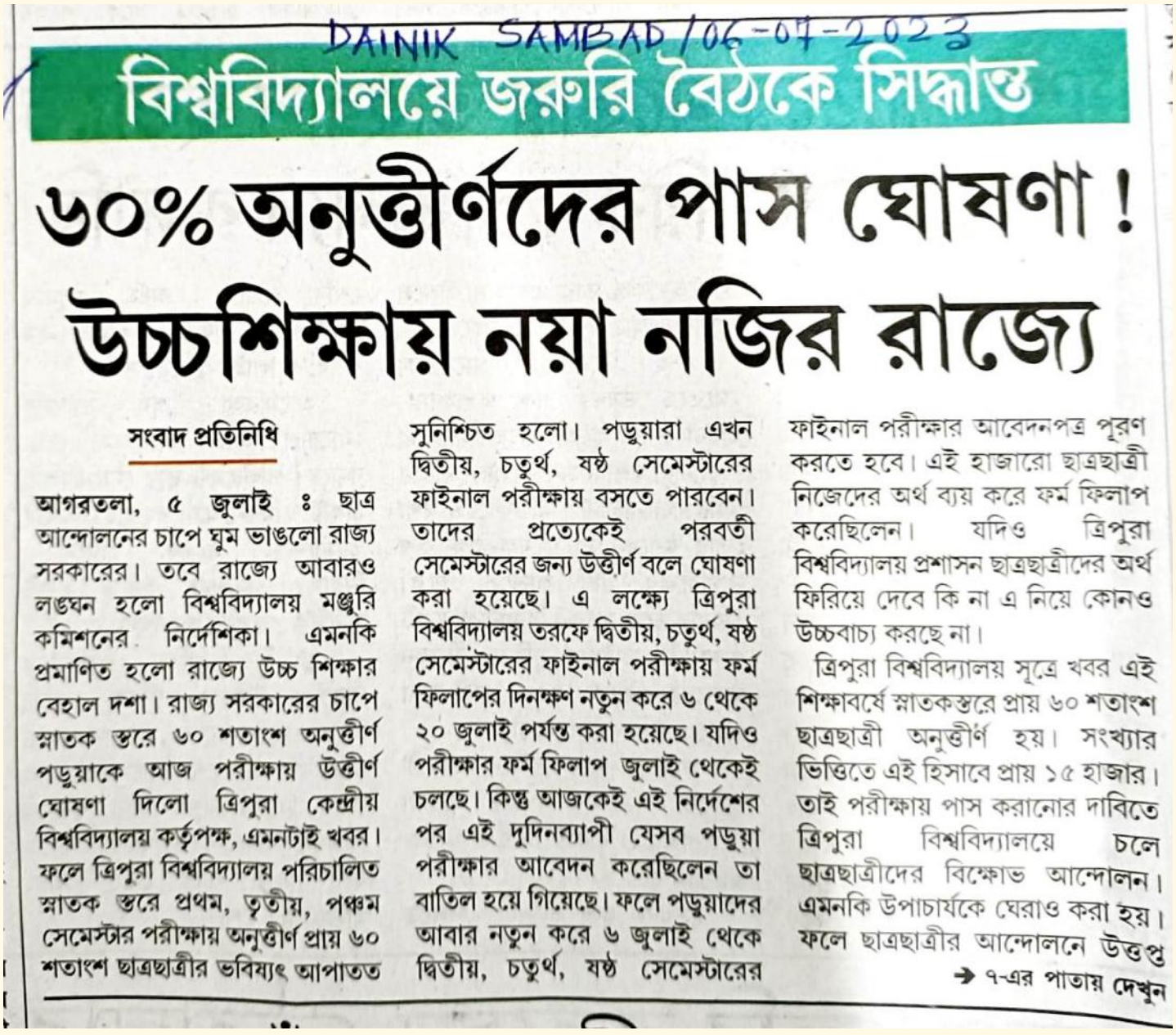

DAINIK SAMBAD / 06-07-2023

বিশ্ববিদ্যালয়ে জরুরি বৈঠকে সিদ্ধান্ত

৬০% অনুত্তীর্ণদের পাস ঘোষণা !

উচ্চশিক্ষায় নয়া নজির রাজ্যে

সংবাদ প্রতিনিধি

আগরতলা, ৫ জুলাই ঃ ছাত্র আন্দোলনের চাপে ঘুম ভাঙলো রাজ্য সরকারের। তবে রাজ্যে আবারও লঙ্ঘন হলো বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশিকা। এমনকি প্রমাণিত হলো রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার বেহাল দশা। রাজ্য সরকারের চাপে স্নাতক স্তরে ৬০ শতাংশ অনুত্তীর্ণ পড়ুয়াকে আজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঘোষণা দিলো ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, এমনটাই খবর। ফলে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত স্নাতক স্তরে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম সেমেস্টার পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ প্রায় ৬০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ আপাতত সুনিশ্চিত হলো। পড়ুয়ারা এখন দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ সেমেস্টারের ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে পারবেন। তাদের প্রত্যেকেই পরবর্তী সেমেস্টারের জন্য উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় তরফে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ সেমেস্টারের ফাইনাল পরীক্ষায় ফর্ম ফিলাপের দিনক্ষণ নতুন করে ৬ থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত করা হয়েছে। যদিও পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ জুলাই থেকেই চলছে। কিন্তু আজকেই এই নির্দেশের পর এই দুদিনব্যাপী যেসব পড়ুয়া পরীক্ষার আবেদন করেছিলেন তা বাতিল হয়ে গিয়েছে। ফলে পড়ুয়াদের আবার নতুন করে ৬ জুলাই থেকে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ সেমেস্টারের ফাইনাল পরীক্ষার আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। এই হাজারো ছাত্রছাত্রী নিজেদের অর্থ ব্যয় করে ফর্ম ফিলাপ করেছিলেন। যদিও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রছাত্রীদের অর্থ ফিরিয়ে দেবে কি না এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করছে না।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর এই শিক্ষাবর্ষে স্নাতকস্তরে প্রায় ৬০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী অনুত্তীর্ণ হয়। সংখ্যার ভিত্তিতে এই হিসাবে প্রায় ১৫ হাজার। তাই পরীক্ষায় পাস করানোর দাবিতে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ আন্দোলন। এমনকি উপাচার্যকে ঘেরাও করা হয়। ফলে ছাত্রছাত্রীর আন্দোলনে উত্তপ্ত

➔ ৭-এর পাতায় দেখুন

DAINIK SAMBAD

উচ্চশিক্ষায় নয়া নজির রাজ্যে

➔ ১ম পাতার পর

হয়ে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চ শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের ২৫টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে সেমেস্টার পদ্ধতিতে পঠন-পাঠন চলছে। তবে সেমেস্টার পদ্ধতিতে এই প্রথম বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অনুত্তীর্ণ হলো। রাজ্য সরকারের ২৫টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে পাঠরত ছাত্রছাত্রী অনুপাতে অধ্যাপক অধ্যাপিকা নেই। বর্তমানে ইউজিসি স্বীকৃত অধ্যাপক অধ্যাপিকা আছে প্রায় ৩১৭ জন। ফলে সিলেবাস শেষ হচ্ছে না। ছাত্রছাত্রীর স্বার্থে কোনও পদক্ষেপ হয়নি। উল্টো নির্বাচনের আগে ন্যূনতম পরিকাঠামো ছাড়া রাতারাতি তিনটি ডিগ্রি বা সাধারণ ডিগ্রি কলেজের সূচনা হলো। শ্রী অরবিন্দ সরকারী ডিগ্রি কলেজ, সরকারী ডিগ্রি কলেজ পুরাতন আগরতলা, পানিসাগর সরকারী ডিগ্রি কলেজ। অথচ নবনির্মিত এই তিনটি কলেজেও পঠন-পাঠনের পরিকাঠামো ও শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র অনুপাতে নেই। শুধু তাই নয়, আগরতলা রামঠাকুর কলেজ, বিবিএম কলেজ সহ ১৫টি ডিগ্রি কলেজে নিয়মিত প্রিন্সিপাল নেই। অথচ ৩৬ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে চলমান শ্রী অরবিন্দ কলেজের জন্য একজন নিয়মিত প্রিন্সিপাল নিয়োগ করা হলো। একইভাবে সাব্রুম, শান্তিরবাজার, অমরপুর, তেলিয়ামুড়া সরকারী ডিগ্রি কলেজের জন্যও নিয়মিত প্রিন্সিপাল নিয়োগ হয়ে যায়। এই কলেজগুলির ছাত্র সংখ্যা তিনশ থেকে সর্বোচ্চ ৯৭৭ জন। প্রচার চলছে বিজ্ঞান বিভাগ ও কলা ও বাণিজ্য বিভাগের বিষয়ের সূচনাও হয়েছে। তবে বিজ্ঞান, ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাংলা, ইতিহাস সহ বাণিজ্য ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ নেই। ফলে অনেক কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ বন্ধ। জেরক্স নির্ভর চলছে পঠন-পাঠন। সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ক্লাস তো বন্ধ। সিলেবাস সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীর ধারণা নেই। তাই স্নাতকস্তরে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সেমেস্টারে প্রায় ৬০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী অনুত্তীর্ণ হলো।

বুধবার রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তড়িঘড়ি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসে। এতে সবগুলি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে প্রিন্সিপাল ও ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালরাও উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগ, একপ্রকার রাজ্য সরকার ও উচ্চশিক্ষা দপ্তর তরফে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চাপ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উত্তীর্ণ করা হলো। স্নাতক স্তরে কোনও পড়ুয়ার 'ব্রেক' চারটি পেপারে থাকলে তবে সেই পড়ুয়া পরীক্ষা অনুত্তীর্ণ। প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সেমেস্টারে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী চারটি বিষয়ে ফেল করেছেন। অধিকাংশর প্রাপ্ত নম্বর চারটি পেপার মিলিয়ে ৫১,৭১ এবং ৯৭ । অনেক পড়ুয়া আবার এই ৪০০ নম্বরের পরীক্ষায় শুধুমাত্র ৩১ নম্বর পায়। আজকের সিদ্ধান্তে এই সকল স্তরের ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তী সেমেস্টার দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং ষষ্ঠ সেমেস্টারের জন্য উত্তীর্ণ করা হলো। এমনকি শুধুমাত্র প্রথম সেমেস্টারে চারটি বিষয় মিলিয়ে ৪০০ নম্বরের মধ্যে যারা সর্বসাকুল্যে ১১ শতাংশ নম্বর পায় তারা যদি চান তবে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন। তবে ফেল করা প্রত্যেক পড়ুয়াদের তারা যেই শিক্ষাবর্ষে কলেজে ভর্তি হয়েছিল এই শিক্ষাবর্ষ থেকে আগামী ৬ বছরের মধ্যে ব্রেক পেপারগুলিতে উত্তীর্ণ হতে হবে। না হলে ছাত্রছাত্রীরা স্নাতক স্তরে অনুত্তীর্ণ। এই হলো রাজ্যের উচ্চশিক্ষার হাল!

Tripura times
dt. 11/07/23

Van Mahotsav in Tripura University

Times News

Agartala, Jul 10: The Department of Forestry and Biodiversity in collaboration with "VASUDHA" the Environment Club of Tripura University organized a mass tree plantation program on July 7 in the University premise. The program was inaugurated by Prof. Chandrika Basu Majumder, Vice-Chancellor (I/C) of Tripura University. Faculties, Research Scholars and students of various departments participated in the plantation program. The motto of the program was to highlight the importance of trees and the need for their plantation in combating the various environmental issues like global warming, heat waves etc., that are faced now a days as a result of urbanization and deforestation.

A total of 200 fruit and timber yielding trees were planted by the participants. The department also initiated 'One Student One Tree Campaign' as instructed by the UGC, New Delhi.

Dainik Ganadoot
dt. 11/07/23

11th July, 2023, Tuesday RNI No.031203/77

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন মহোৎসব উদ্‌যাপন

আগরতলা, ১০ জুলাই।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রমেন্ট ক্লাব "বসুধা" এবং অরণ্যবিদ্যা ও জীববৈচিত্র্য বিভাগ-এর সহযোগিতায় ২০২৩ সালের জুলাই মাসের ৭ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে এক গণ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপিকা চন্দ্রিকা বসু মজুমদার। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপক গবেষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল নগরায়ন ও বন উজাড়ের ফলে বর্তমানে যে বৈশ্বিক উষ্ণতা, তাপপ্রবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যা বর্ধিত হচ্ছে, তার মোকাবিলায় গাছের গুরুত্ব এবং বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা তুলে ধরা। এই মহতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা মোট ২০০ টি ফল উৎপাদনকারী ও কাঠ প্রদানকারী চারা গাছ রোপণ করেন। ইউনির্ভাসিটি গ্র্যান্ড কমিশনের নির্দেশনায় বর্তমানে যে একটি ছাত্র একটি গাছ প্রচারাভিযান শুরু হয়েছে তাকেই ফলপ্রসূ করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অরণ্যবিদ্যা ও জীববৈচিত্র্য বিভাগ এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

Tripura Darpan
dt 11/07/23

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন মহোৎসব উদযাপন-২০২৩

দর্পণ প্রতিনিধি, আগরতলা,১০ জুলাই।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্ট ক্লাব 'বসুধা' এবং অরণ্যবিদ্যা ও জীববৈচিত্র্য বিভাগ-এর সহযোগিতায় ২০২৩ সালের জুলাই মাসের ৭ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে একটি গণ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপিকা চন্দ্রিকা বসু মজুমদার। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক গবেষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল নগরায়ন ও বন উজাড়ের ফলে বর্তমানে যে বৈশ্বিক উষ্ণতা, তাপপ্রবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যা দীন দীন বর্ধীত হচ্ছে, তার মোকাবিলায় গাছের গুরুত্ব এবং বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা তুলে ধরা। এই মহতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা মোট ২০০ টি ফল উৎপাদনকারী ও কাঠ প্রদানকারী চারা গাছ রোপণ করেন। 'ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশনের নির্দেশনায় বর্তমানে যে একটি ছাত্র একটি গাছ প্রচারাভিযান শুরু হয়েছে তাকেই ফলপ্রসূকরার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অরণ্যবিদ্যা ও জীববৈচিত্র্য বিভাগ এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

North East color
dt. 11/07/23

Tree plantation program in TU

■ NEC Report

Agartala, Jul 10: The Department of Forestry and Biodiversity in collaboration with "VASUDHA" the Environment Club of Tripura University organized a mass tree plantation program on 7th of July, 2023 in the University premise. The program was inaugurated by Prof. Chandrika Basu Majumder, Honorable Vice-Chancellor (I/C) of Tripura University.

Faculties, Research Scholars and students of various departments participated in the plantation program. The motto of the program was to highlight the importance of trees and the need for their plantation in combating the various environmental issues like global warming, heat waves etc., that are faced now a days as a result of urbanization and deforestation.

A total of 200 fruit and timber yielding trees were planted by the participants. The department also initiated 'One Student One Tree Campaign' as instructed by the UGC, New Delhi.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/14/2023-24 DATED:- 06/07/2023

NORTHEAST COLOURS

Manipuri in TU from this year

■ NEC Report 19/7/2023

Agartala, Jul 18: A delegation from Manipuri Sahitya Parishad,Tripura consisting four members has met with Professor Ganga Prasad Prosain, the Vice Chancellor of Tripura University on 18th July 2023 at 4-00 pm in his office At the time of cordial discussion.The delegates have requested to the Vice Chancellor referring to their letter dated 8th January 2021 regarding introduction of Manipuri language and Manipuri dance at the M.Mus course in Tripura University.

In reply to the delegates the Vice Chancellor has given an assurance from the academic session 2023 Manipuri language will be introduced as in certificate course and Manipuri dance at the M.Mus will also be introduced after getting approval from the UGC.The delegation has led by Thoudam Nilkumar Singha, the general secretary of MSP Tripura accompanied by Langonjam Birmangal, AGS Konsam Atul Kumar Singha and Wangkhem Birmangal respectively.

DAINIK SAMBAD – 27/7/2023. THURSDAY – Page 3

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত

আগরতলা

২৬ জুলাই ঃ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিম (এমার্ট)-এর সহযোগিতায় ২৫ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ব্যাপক পরিসরে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর গঙ্গা প্রসাদ প্রসাইন, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. দীপক শর্মা এবং এমার্ট সম্পাদক আচার্য দিব্যচেতনানন্দ অবধূত উপস্থিত ছিলেন, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এমার্ট ত্রিপুরার সচিব অনিল দেবনাথ। প্রফেসর প্রসাইন এবং ড. শর্মা উভয়েই পরিবেশগত ভারসাম্য আনয়নের উদ্দেশে এই ধরনের ব্যাপক বৃক্ষরোপণ অভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করায় এমার্টের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। আচার্য দিব্যচেতনানন্দ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপের জন্য এমার্ট-এর সাথে সহযোগিতা করার জন্য ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উপাচার্য বলেন, মানুষ প্রতি পদে পদে বাস্তুবিদ্যাকে অবহেলা করছে। আমাদের মনে রাখতে হবে আকাশ, বাতাস, পাখি, পাহাড়, বন্য প্রাণী, সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ, মাছি, মাছ, সামুদ্রিক প্রাণী এবং জলজ উদ্ভিদ প্রভাত রঞ্জন সরকারের মতে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষ সেই বিশাল সাধারণ সমাজের একটি অংশ মাত্র। অন্যদের বাদ দিয়ে কেউ টিকে থাকতে পারে না। ঠিক এমনকি মানবতাও নয়। বন-জঙ্গল ধ্বংস করে, মাছ-পাখি নিশ্চিহ্ন করে মানুষের কোনও স্বার্থ পূরণ করা সম্ভব হয়নি। মানবতা তার নিজস্ব উন্মাদনার মাধ্যমে অসংখ্য প্রাণী ও বস্তুকে ধ্বংস করেছে এবং এইভাবে তার নিজস্ব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রস্তুত করেছে। মানুষকে এখন থেকে সতর্ক হতে হবে। তাদের চিন্তা, কাজ এবং পরিকল্পনাকে বাস্তুশাস্ত্রের বিজ্ঞান অনুযায়ী গঠন করতে হবে। তাদের সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। প্রাণীজগতকে বাঁচাতে হলে, প্রকৃতির লাবণ্য ও সৌন্দর্য রক্ষা করতে হলে বনকে রক্ষা করতে হবে। রেজিস্ট্রার আরও প্রশাংসা করেন যে একদিকে বনগুলি মেঘকে আকর্ষণ করবে এবং ভারী বৃষ্টিপাত ঘটাবে, অন্যদিকে তারা গাছের প্রসারিত শিকড়ের সাথে মাটি আবদ্ধ করে মাটির ক্ষয় রোধ করবে। বেশিরভাগ গাছ তাদের শিকড়ের কাছে জল সংরক্ষণ করে মাটিকে তাদের বিভিন্ন রুট সিস্টেমের সাথে আবদ্ধ করে। শীত, গ্রীষ্ম বা শুষ্ক মৌসুমে যখন জলের স্তর কমে যায়, গাছগুলো ধীরে ধীরে তাদের জমা করা জল ছেড়ে দেয়, ফলে মাটিতে জল প্রবাহিত হয়। আজকাল বিশ্বের অনেক জায়গায় বেপরোয়া বন উজাড়ের কারণে বনের গাছগুলি সেই জলের উৎস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গাছপালা নিধনের এই বেপরোয়া ধ্বংসলীলা যদি বন্ধ না করা হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে বৃষ্টিপাত মারাত্মকভাবে কমে যাবে এবং বন্যার ঘনত্ব ও তীব্রতা বাড়বে। ফলস্বরূপ, সবুজ গাছপালা শুষ্ক মরুভূমিতে রূপান্তরিত হবে। রাজস্থানের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে ইতিমধ্যেই এমন ঘটনা ঘটেছে।

কেন্দ্রীয় এমার্ট সেক্রেটারি তার সমাপণী বক্তব্যে বলেন, আজকের দিনে মানুষকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ও সংযত হতে হবে। কোনও অবস্থাতেই বেপরোয়া বন উজাড় অব্যাহত রাখা যাবে না। আমাদের এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে মানব জাতির ধ্বংসের বীজ অরণ্য ধ্বংসের মধ্যে নিহিত রয়েছে। আর বন উজাড়ের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত বৃহৎ আকারে বনায়ন।

Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera

North East color
dt. 26/7/23

Tree plantation drive in TU

■ **NEC Report**

Agartala, Jul 25: Tripura University in collaboration with Ananda Marga Universal Relief Team (AMURT) has taken mass tree plantation Drive in the University premised on 25th July last. Prof. Ganga Prasad Prasain, Vice-chancellor, Dr. Deepak Sharma, Registrar of Tripura University, Dr. Vishwajit Bhowmik, Regional Director, IGNOU, Agartala and Acharya Divyachetananada Avadhuta, Central AMURT Secretary along with other dignitaries were present on the occasion. The University appreciated the efforts made by AMURT towards bringing the ecological balance by planting more and more tree in the University premises. Acharya Divyachetananada Avadhuta thanked the University authority for collaborating with AMURT for the noble cause of the society.

Dainik Ganadoot
date. 26/07/23

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ও এএমইউআরটি-র সহযোগিতায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

আগরতলা, ২৫ জুলাই।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় (সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি) এবং আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিম (এএমইউআরটি) এর সহযোগিতায় আজ (২৫শে জুলাই) বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ব্যাপক পরিসরে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর গঙ্গা প্রসাদ প্রসাইন, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. দীপক শর্মা এবং এমার্ট সম্পাদক আচার্য দিব্যচেতনানন্দ অবধুত উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এএমইউআরটি ত্রিপুরার সচিব অনিল দেবনাথ। প্রফেসর প্রসাইন এবং ড. শর্মা উভয়েই পরিবেশগত ভারসাম্য আনয়নের উদ্দেশ্যে এই ধরনের ব্যাপক বৃক্ষরোপণ অভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করায় এএমইউআরটি-এর প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। আচার্য দিব্যচেতনানন্দা পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপের জন্য এএমইউআরটি-এর সাথে সহযোগিতা করার জন্য ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উপাচার্য মহোদয় বলেন, মানুষ প্রতি পদে পদে বাস্তুবিদ্যাকে অবহেলা করছে। আমাদের মনে রাখতে হবে আকাশ, বাতাস, পাখি, পাহাড়, বন্য প্রাণী, সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ, মাছি, মাছ, সামুদ্রিক প্রাণী এবং জলজ উদ্ভিদ প্রভাত রঞ্জন সরকারের মতে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষ সেই বিশাল সাধারণ সমাজের একটি অংশ মাত্র। অন্যদের বাদ দিয়ে কেউ টিকে থাকতে পারে না। ঠিক এমনকি মানবতাও নয়। বন-জঙ্গল ধ্বংস করে, মাছ-পাখি নিশ্চিহ্ন করে মানুষের কোনো স্বার্থ পূরণ করা সম্ভব হয়নি। মানবতা তার নিজস্ব উদ্ভাবনার মাধ্যমে অসংখ্য প্রাণী ও বস্তুকে ধ্বংস করেছে এবং এইভাবে তার নিজস্ব অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রস্তুত করেছে। মানুষকে এখন থেকে সতর্ক হতে হবে। তাদের চিন্তা, কাজ এবং পরিকল্পনাকে বাস্তুশাস্ত্রের বিজ্ঞান অনুযায়ী গঠন করতে হবে। তাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। প্রাণীজগতকে বাঁচাতে হলে, প্রকৃতির লাবণ্য ও সৌন্দর্য রক্ষা করতে হলে বনকে রক্ষা করতে হবে। রেজিস্ট্রার আরও প্রশংস করেন যে একদিকে বনগুলি মেঘকে আকর্ষণ করবে এবং ভারী বৃষ্টিপাত ঘটাবে, অন্যদিকে তারা গাছের প্রসারিত শিকড়ের সাথে মাটি আবদ্ধ করে মাটির ক্ষয় রোধ করবে। বেশিরভাগ গাছ তাদের শিকড়ের কাছে জল সংরক্ষণ করে মাটিকে তাদের বিভিন্ন রুট সিস্টেমের সাথে আবদ্ধ করে। শীত, গ্রীষ্মে বা শুষ্ক মৌসুমে যখন জলের স্তর কমে যায় গাছগুলো ধীরে ধীরে তাদের জম করা জল ছেড়ে দেয়, ফলে মাটিতে জল প্রবাহিত হয়। আজকাল, বিশ্বের অনেক জায়গায় বেপরোয়া বন উজাড়ের কারণে, বনের গাছগুলি সেই জলের উৎস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গাছপালা নিধনের এই বেপরোয়া ধ্বংসলীলা যদি বন্ধ না করা হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে বৃষ্টিপাত মারাত্মকভাবে কমে যাবে এবং বন্যার ঘনত্ব ও তীব্রতা বাড়বে ফলস্বরূপ, সবুজ গাছপালা শুষ্ক মরুভূমিতে রূপান্তরিত হবে রাজস্থানের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে ইতিমধ্যেই এমন ঘটনা ঘটেছে।

Tripura times
date. 26/07/23

Tree plantation drive in TU

Times News

Agartala, Jul 25: Tripura University in collaboration with Ananda Marga Universal Relief Team (AMURT) has taken mass tree plantation Drive in the University premise on Tuesday. Prof. Ganga Prasad Prasain, Vice-chancellor, Dr. Deepak Sharma, Registrar of Tripura University, Dr. Vishwajit Bhowmik, Regional Director, IGNOU, Agartala and Acharya Divyachetananada Avadhuta, Central AMURT Secretary along with other dignitaries were present on the occasion. The University appreciated the efforts made by AMURT towards bringing the ecological balance by planting more and more tree in the University premises. Acharya Divyachetananada Avadhuta thanked the University authority for collaborating with AMURT for the noble cause of the society.

Prof. Prasain stated that the University is committed to establish the green and pollution free premises. He further stated that the University motivated the students to plant more and more tree in and around the campus. He said that the University is committed to follow the guidelines of one student one tree.

Dr. Deepak Sharma, Registrar appealed to the employees and the students of the University to plant more and more trees in this rainy season. He said that trees preserved water near its roots and release when requires specially in the dry or hot seasons.

He further added that if this wanton destruction of trees is not stopped, then in the near future, the rainfall will drastically decrease and the frequency and intensity of floods will increase.

Tripura observer
date. 26/07/23

TU & AMRUT hold mass plantation drive in varsity

Observer Reporter

Agartala: July 25. Tripura University (Central) in collaboration with Ananda Marga Universal Relief Team (AMURT) has taken mass tree plantation drive inside University campus today. On this occasion, Prof. Ganga Prasad Prasain, the Vice-Chancellor, Dr.Dipak Sharma, Registrar of Tripura University, Dr Vishwajit Bhowmik, Regional Director of IGNOU in Tripura, Acharya Divyachetananada Avadhuta, Central AMURT Secretary and Acharya Kirtatmananda Avadhuta, Diocese Secretary were present.

Both Prof. Prasain and Dr. Sharma lauded the efforts of AMURT for undertaking such mass tree plantation drives towards bringing ecological balance. Acharya Divyachetananada Avadhuta thanked the authority of Tripura University for collaborating with AMURT for such an important activity towards sustainable ecological balance Anil Debnath, Secretary, AMURT Tripura was also present.

The Vice-Chancellor Prof GP Prasain said that human beings are neglecting ecology at every step. We have to remember that the sky, the air, birds, hills, wild animals, reptiles, insects and flies, fish, marine creatures and aquatic plants are all bound by an inalienable bond according to Prabhat Ranjan Sarkar. Human beings are only a part of that vast common society. No one can survive to the exclusion of others. Not even humanity. By destroying the forest, wild animals, annihilating the fish and the birds, no possible human interest could be served. Humanity through its own madness has annihilated numerous creatures and objects and has thus prepared its own funeral pyre. People will have to be alert henceforth. They must shape their thoughts, works and plans in accordance with the science of ecology. There is no other way left open to them. If the animal world is to be saved, if the grace and beauty of nature are to be preserved, the forests must be protected.

The Registrar also lauded that on the one hand forests would attract clouds and cause heavy rainfall, and on the other hand they would prevent soil erosion by binding the soil to the outstretched roots of the plants. Most trees preserved water near their roots by binding the soil to their various root systems. In winter or summer or in dry seasons when the level of water declines, trees slowly release the water they have accumulated, thereby keeping water flowing in the soil. These days,

See on P-3

স্টেটসম্যান

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে হাত লাগাল ‘এমার্ট’

নিজস্ব প্রতিনিধি— ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় (সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি) এবং আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিম (এমার্ট)-এর সহযোগিতায় ২৫ জুলাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ব্যাপক পরিসরে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর গঙ্গাপ্রসাদ প্রসাইন, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. দীপক শর্মা এবং এমার্ট সম্পাদক আচার্য দিব্যচেতনানন্দ অবধূত উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াই উপস্থিত ছিলেন এমার্ট ত্রিপুরার সচিব অনিল দেবনাথ। প্রফেসর প্রসাইন এবং ড. শর্মা উভয়েই পরিবেশগত ভারসাম্য আনয়নের উদ্দেশ্যে এই ধরনের ব্যাপক বৃক্ষরোপণ অভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করায় এমার্ট-এর প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। আচার্য দিব্যচেতনানন্দ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপের জন্য এমার্ট-এর সাথে সহযোগিতা করার জন্য ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উপাচার্য মহোদয় বলেন, মানুষ প্রতি পদে পদে বাস্তুবিদ্যাকে অবহেলা করছে। আমাদের মনে রাখতে হবে আকাশ, বাতাস, পাখি, পাহাড়, বন্যপ্রাণী, সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ, মাছি, মাছ, সামুদ্রিক প্রাণী এবং জলজ উদ্ভিদ প্রভাতরঞ্জন সরকারের মতে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষ সেই বিশাল সাধারণ সমাজের একটি অংশ মাত্র। অন্যদের বাদ দিয়ে কেউ টিকে থাকতে পারে না। ঠিক এমনকি মানবতাও নয়। বন-জঙ্গল ধ্বংস করে, মাছ-পাখি নিশ্চিহ্ন করে মানুষের কোনও স্বার্থ পূরণ করা সম্ভব হয়নি। মানবতা তার নিজস্ব উন্মাদনার মাধ্যমে অসংখ্য প্রাণী ও বস্তুকে ধ্বংস করেছে এবং এইভাবে তার নিজস্ব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রস্তুত করেছে। মানুষকে এখন থেকে সতর্ক হতে হবে। তাদের চিন্তা, কাজ এবং পরিকল্পনাকে বাস্তুশাস্ত্রের বিজ্ঞান অনুযায়ী গঠন করতে হবে। তাদের সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। প্রাণীজগৎকে বাঁচাতে হলে, প্রকৃতির লাবণ্য ও সৌন্দর্য রক্ষা করতে হলে বনকে রক্ষা করতে হবে। রেজিস্ট্রার আরও প্রশংসা করেন যে একদিকে বনগুলি মেঘকে আকর্ষণ করবে এবং ভারী বৃষ্টিপাত ঘটাবে, অন্যদিকে তারা গাছের প্রসারিত শিকড়ের সাথে মাটি আবদ্ধ করে মাটির ক্ষয় রোধ করবে। বেশির ভাগ গাছ তাদের শিকড়ের কাছে জল সংরক্ষণ করে মাটিকে তাদের বিভিন্ন রুট সিস্টেমের সাথে আবদ্ধ করে। শীত, গ্রীষ্মে বা শুষ্ক মৌসুমে যখন জলের স্তর কমে যায়, গাছগুলো ধীরে ধীরে তাদের জমা করা জল ছেড়ে দেয়, ফলে মাটিতে জল প্রবাহিত হয়। আজকাল বিশ্বের অনেক জায়গায় বেপরোয়া বন উজাড়ের কারণে বনের গাছগুলি সেই জলের উৎস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গাছপালা নিধনের এই বেপরোয়া ধ্বংসলীলা যদি বন্ধ না করা হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে বৃষ্টিপাত মারাত্মকভাবে কমে যাবে এবং বন্যার ঘনত্ব ও তীব্রতা বাড়বে। ফলস্বরূপ, সবুজ গাছপালা শুষ্ক মরুভূমিতে রূপান্তরিত হবে। রাজস্থানের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে ইতিমধ্যেই এমন ঘটনা ঘটেছে।

কেন্দ্রীয় এমার্ট সেক্রেটারি তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, আজকের দিনে মানুষকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ও সংযত হতে হবে। কানও অবস্থাতেই বেপরোয়া বন উজাড় অব্যাহত রাখা যাবে না। আমাদের এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে মানব জাতির ধ্বংসের বীজ অরণ্য ধ্বংসের মধ্যে নিহিত রয়েছে। আর বন উজাড়ের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত বৃহৎ আকারে বনায়ন।

Morning India

For TV, e-paper & news visit: www.live7tv.com

04 Kolkata, Wednesday
26 July 2023

Tripura University in collab with AMURT undertakes plantation drive

MI News Service, Kolkata: Tripura University (A Central University) in collaboration with Ananda Marga Universal Relief Team (AMURT) has taken mass tree plantation Drive inside University campus on 25 July. Prof. Prasain and Dr. Sharma lauded the efforts of AMURT for undertaking such mass tree plantation drives towards bringing ecological balance. Acharya Divyachetananada Avadhuta thanked the authority of Tripura University for collaborating with AMURT for such an important activity towards sustainable ecological balance. The Vice- Chancellor said that human beings are neglecting ecology at every step.

We have to remember that the sky, the air, birds, hills, wild animals, reptiles, insects and flies, fish, marine creatures and aquatic plants are all bound by an inalienable bond according to Prabhat Ranjan Sarkar. Human beings are only a part of that vast common society. No one can survive to the exclusion of others. Not even humanity. By destroying the forest, wild animals, annihilating the fish and the birds, no possible human interest could be served. The Registrar also lauded that on the one hand forests would attract clouds and cause heavy rainfall, and on the other hand they would prevent soil erosion by binding the soil to the outstretched roots of the plants. Most trees preserved water near their roots by binding the soil to their various root systems. In winter or summer or in dry seasons when the level of water declines, trees slowly release the water they have accumulated, thereby keeping water flowing in the soil. These days, due to reckless deforestation in many parts of the world, forest trees are deprived of that source of water. If this wanton destruction of plants and trees is not stopped, then in the near future the rainfall will drastically decrease and the frequency and intensity of floods will increase. Consequently lush, green vegetation will be transformed into arid deserts. This has already happened in the south-eastern portion of Rajasthan.

cont. page

want to discuss the matter", he said.

TU & AMRUT

Contd from Page - 8

in the soil. These days, due to reckless deforestation in many parts of the world, forest trees are deprived of that source of water. If this wanton destruction of plants and trees is not stopped, then in the near future the rainfall will drastically decrease and the frequency and intensity of floods will increase. Consequently lush, green vegetation will be transformed into arid deserts. This has already happened in the south-eastern portion of Rajasthan. Central AMURT Secretary said in his concluding remarks, today human beings have to be very cautious and restrained in this regard. Under no circumstances can reckless deforestation be permitted to continue. We must not forget even for a moment that the seed of destruction of the human race lies in the wanton destruction of forests. No more deforestation should be allowed. Our aim should be large scale afforestation.

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, বৃহস্পতিবার, ২৭ জুলাই, ২০২৩ | তিন

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত

আগরতলা

২৬ জুলাই ঃ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিম (এমার্ট)-এর সহযোগিতায় ২৫ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ব্যাপক পরিসরে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর গঙ্গা প্রসাদ প্রসাইন, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. দীপক শর্মা এবং এমার্ট সম্পাদক আচার্য দিব্যচেতনানন্দ অবধুত উপস্থিত ছিলেন, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এমার্ট ত্রিপুরার সচিব অনিল দেবনাথ। প্রফেসর প্রসাইন এবং ড. শর্মা উভয়েই পরিবেশগত ভারসাম্য আনয়নের উদ্দেশে এই ধরনের ব্যাপক বৃক্ষরোপণ অভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করায় এমার্টের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। আচার্য দিব্যচেতনানন্দ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপের জন্য এমার্ট-এর সাথে সহযোগিতা করার জন্য ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উপাচার্য বলেন, মানুষ প্রতি পদে পদে বাস্তুবিদ্যাকে অবহেলা করছে। আমাদের মনে রাখতে হবে আকাশ, বাতাস, পাখি, পাহাড়, বন্য প্রাণী, সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ, মাছি, মাছ, সামুদ্রিক প্রাণী এবং জলজ উদ্ভিদ প্রভাত রঞ্জন সরকারের মতে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষ সেই বিশাল সাধারণ সমাজের একটি অংশ মাত্র। অন্যদের বাদ দিয়ে কেউ টিকে থাকতে পারে না। ঠিক এমনকি মানবতাও নয়। বন-জঙ্গল ধ্বংস করে, মাছ-পাখি নিশ্চিহ্ন করে মানুষের কোনও স্বার্থ পূরণ করা সম্ভব হয়নি। মানবতা তার নিজস্ব উন্মাদনার মাধ্যমে অসংখ্য প্রাণী ও বস্তুকে ধ্বংস করেছে এবং এইভাবে তার নিজস্ব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রস্তুত করেছে। মানুষকে এখন থেকে সতর্ক হতে হবে। তাদের চিন্তা, কাজ এবং পরিকল্পনাকে বাস্তুশাস্ত্রের বিজ্ঞান অনুযায়ী গঠন করতে হবে। তাদের সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। প্রাণীজগতকে বাঁচাতে হলে, প্রকৃতির লাবণ্য ও সৌন্দর্য রক্ষা করতে হলে বনকে রক্ষা করতে হবে। রেজিস্ট্রার আরও প্রশংসা করেন যে একদিকে বনগুলি মেঘকে আকর্ষণ করবে এবং ভারী বৃষ্টিপাত ঘটাবে, অন্যদিকে তারা গাছের প্রসারিত শিকড়ের সাথে মাটি আবদ্ধ করে মাটির ক্ষয় রোধ করবে। বেশিরভাগ গাছ তাদের শিকড়ের কাছে জল সংরক্ষণ করে মাটিকে তাদের বিভিন্ন রুট সিস্টেমের সাথে আবদ্ধ করে। শীত, গ্রীষ্ম বা শুষ্ক মৌসুমে যখন জলের স্তর কমে যায়, গাছগুলো ধীরে ধীরে তাদের জমা করা জল ছেড়ে দেয়, ফলে মাটিতে জল প্রবাহিত হয়। আজকাল বিশ্বের অনেক জায়গায় বেপরোয়া বন উজাড়ের কারণে বনের গাছগুলি সেই জলের উৎস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গাছপালা নিধনের এই বেপরোয়া ধ্বংসলীলা যদি বন্ধ না করা হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে বৃষ্টিপাত মারাত্মকভাবে কমে যাবে এবং বন্যার ঘনত্ব ও তীব্রতা বাড়বে। ফলস্বরূপ, সবুজ গাছপালা শুদ্ধ মরুভূমিতে রূপান্তরিত হবে। রাজস্থানের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে ইতিমধ্যেই এমন ঘটনা ঘটেছে।

কেন্দ্রীয় এমার্ট সেক্রেটারি তার সমাপণী বক্তব্যে বলেন, আজকের দিনে মানুষকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ও সংযত হতে হবে। কোনও অবস্থাতেই বেপরোয়া বন উজাড় অব্যাহত রাখা যাবে না। আমাদের এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে মানব জাতির ধ্বংসের বীজ অরণ্য ধ্বংসের মধ্যে নিহিত রয়েছে। আর বন উজাড়ের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত বৃহৎ আকারে বনায়ন।

Dainik sambad
date. 27/7/23